بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْقَلَنْسُوَةُ سُنَّةُ الْمُرْسَلِيْنَ

টুপির শরয়ী মর্যাদা

নবীজি ﷺ কি টুপি ছাড়া পাগড়ি পড়তেন?

ভ্রান্ত বক্তব্যের দলিল ভিত্তিক খণ্ডন

মুফতী বেলাল হোসাইন আসলামী

খলিফা, পীর সাহেব চালকানগর, ঢাকা

মাকতাবা শাইখুল হিন্দ

০১৭৪৪৬৬৭৯৪৮

সূচিপত্র - ৫০ পৃষ্ঠা

১. প্রচ্ছদ - টুপির শরয়ী মর্যাদা ১

২. ভূমিকা - ভ্রান্ত বক্তব্যের জবাব ২

৩. টুপি কি? لغوي تحقيق ৩

৪. কুরআনে পোশাকের মূলনীতি - আরাফ ২৬ ৪

৫. সুন্নতি পোশাকের গুরুত্ব ৫

৬. দলিল ১: সাদা টুপি - তাবরানী ৩০৭৩ ৬

৭. দলিল ২: সফরে ও হযরে টুপি ৭

৮. দলিল ৩: টুপির উপর পাগড়ি - মূল খণ্ডন ৮

৯. দলিল ৪: কান ঢাকা টুপি ৯

১০. দলিল ৫: সাহাবারা টুপি পরতেন ১০

১১. দলিল ৬: টুপির উপর মাসাহ - বুখারী ২০৫ ১১

১২. টুপি ছাড়া পাগড়ি নয় - ফুকাহাদের ব্যাখ্যা ১২

১৩. পাগড়ি ও টুপি দুটোই সুন্নত ১৩

১৪. এহরামে টুপি নিষিদ্ধ - টুপি পরার দলিল ১৪

১৫. টুপির প্রকারভেদ ১৫

১৬. সাহাবায়ে কেরামের টুপি ১৬

১৭. তাবেঈন ও ইমামদের টুপি ১৭

১৮. ইমামদের ফতোয়া - টুপির হুকুম ১৮

১৯. নামাজে টুপি - সাহাবাদের আমল ১৯

২০. টুপি ইসলামী শিয়ার ২০

২১. খণ্ডন ১: টুপি ছাড়া পাগড়ি? ২১

২২. খণ্ডন ২: টুপি কি হিন্দুয়ানি? ২২

২৩. খণ্ডন ৩: টুপি না পরলে গুনাহ? ২৩

২৪. টুপি নিয়ে ঠাট্টা করা ভয়াবহ ২৪

২৫. টুপির ফজিলত - ৩টি ফায়দা ২৫

২৫. টুপির ফজিলত - ৩টি ফায়দা ২৫
২৬. সাদা টুপির ফজিলত ২৬
২৭. কালো পাগড়ি ও সাদা টুপি ২৭
২৮. পাগড়ির ফজিলত ২৮
২৯. বর্তমান আলেমদের মত ২৯
৩০. দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া ৩০
৩১. টুপির আকৃতি নিয়ে বাড়াবাড়ি নয় ৩১
৩২. নবীজির টুপি কেমন ছিল? ৩২
৩৩. টুপি ও পাগড়ি একসাথে উত্তম ৩৩
৩৪. সাহাবারা টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না ৩৪
৩৫. টুপি ছাড়া নামাজের হুকুম ৩৫
৩৬. হাদিসগুলোর সনদ তাহকিক ৩৬
৩৭. যারা টুপি পরে না তাদের নসিহত ৩৭
৩৮. টুপি ও দাড়ি - দুটোই শিয়ার ৩৮
৩৯. টুপি নিয়ে গর্ব নয় ৩৯
৪০. ভিডিওর লোককে কি করব? - হিকমত ৪০
৪১. ১০টি দলিল এক নজরে ৪১
৪২. আরবি খুতবা ১ - টুপির গুরুত্ব ৪২
৪৩. আরবি খুতবা ২ - সুন্নতের মহব্বত ৪৩
৪৪. প্রশ্নোত্তর - ৫টি প্রশ্ন ৪৪
৪৫. টুপির দাম - কোটি টাকা ৪৫
৪৬. টুপি নিয়ে ছোট গল্প ৪৬
৪৭. আমাদের করণীয় - ৪টি কাজ ৪৭
৪৮. ওসিয়ত - শেষ কথা ৪৮
৪৯. সূচিপত্র ৪৯
৫০. শেষ দোয়া ৫০

ভূমিকা - একটি ভ্রান্ত বক্তব্যের জবাব

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ... অতঃপর - আজকে একটি ভিডিওতে দেখলাম, কোন এক ব্যক্তি টুপির ব্যাপারে অশুভ ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছে। সে বলেছে, "নবীজি ﷺ টুপি ছাড়া পাগড়ি পড়তেন। টুপি হিন্দুয়ানি বা প্রথা মাত্র।" نعوذ بالله من ذلك

⚠️ **সতর্কবাণী:** এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভুল, ইতিহাস বিরোধী এবং গোমরাহী। এটি রাসূল ﷺ এর সুন্নতের প্রতি বিদ্বেষ। টুপি ইসলামী শিয়ার (প্রতীক), সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত আমল।

প্রিয় পাঠক! টুপি কোন সাধারণ কাপড় নয়। এটি **লেবাসুত তাকওয়া** - তাকওয়ার পোশাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবা, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলে টুপি পরেছেন। পাগড়ি পরলেও ভিতরে টুপি পরেছেন। টুপি ছাড়া পাগড়ি আরবের রীতি ছিল না।

এই ছোট্ট কিতাবে আমরা কুরআন, হাদিস, আসার, ফিকহের কিতাব থেকে **৫০টি দলিল** পেশ করব ইনশাআল্লাহ। যাতে স্পষ্ট হয় যে, নবীজি ﷺ টুপি পরতেন, টুপির উপর পাগড়ি পরতেন এবং টুপি ছাড়া পাগড়ি পরার দাবি মিথ্যা।

এই বইয়ে যা পাবেন:

১. টুপি শব্দের অর্থ • ২. কুরআনে পোশাক নীতি • ৩. ১০টি সহীহ হাদিস • ৪. সাহাবাদের আমল • ৫. এহরামে টুপি নিষিদ্ধ হওয়াই টুপি পরার দলিল • ৬. ফুকাহাদের ফতোয়া • ৭. ভিডিওর খণ্ডন • ৮. টুপি নিয়ে ঠাট্টার হুকুম

লিসানুল আরব - ইবনে মানযূর ১৫/১৮৯ | আল-কামুসুল মুহীত ২/৩৪৭

ইমাম ফাইয়ূমী রহ. বলেন:

القلنسوة من ملابس الرؤوس কালানসুওয়াহ মাথার পোশাকসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আল-মিসবাহুল মুনীর ২/৫১২

আর **বুরনুস** বলা হয় - টুপি সহ জুব্বা, যার সাথে মাথা ঢাকার অংশ লাগানো থাকে। **কুফিয়্যাহ** হলো কাপড়ের টুপি, যা আজও আরবরা পরে। **তাকিয়াহ** হলো ছোট গোল টুপি, যা আমাদের দেশে প্রচলিত।

সুতরাং বুঝা গেল, টুপি আরবি শব্দ, ইসলামী পরিভাষা। এটি কোন হিন্দুয়ানি শব্দ নয়, বরং নবীজি ﷺ এর যুগ থেকেই পরিচিত। হিন্দুরা বরং টুপি পরে না, খালি মাথায় থাকে বা পৈতা পরে। মুসলমানদের আলামত হলো টুপি-দাড়ি।

সারকথা: لغت বা অভিধান প্রমাণ করে টুপি আরবি ইসলামী পোশাক, বিজাতীয় নয়।

কুরআনে পোশাকের মূলনীতি

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সৌন্দর্য দান করে। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।" - সূরা আরাফ: ২৬

তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪০৬: ইবনে আব্বাস রা. বলেন, لِبَاسُ التَّقْوَى হলো নেক আমল ও আল্লাহভীরু পোশাক। ইমাম কুরতুবী বলেন, যে পোশাক দেখে মুত্তাকী চেনা যায়।

টুপি কিভাবে লেবাসুত তাকওয়া?

১. টুপি পরলে মাথা ঢাকা থাকে - এটি সতরের অংশ (হানাফি মতে খুশু)

২. টুপি দেখলে মুসলমান চেনা যায় - এটি শিয়ারে ইসলাম

৩. টুপি অহংকার দূর করে, বিনয় আনে

৪. টুপি সুন্নত, সুন্নতই তাকওয়া

সুন্নতি পোশাকের গুরুত্ব

পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হলো - **সতর ঢাকা, অহংকার মুক্ত, বিজাতীয় সাদৃশ্য মুক্ত এবং সুন্নত অনুযায়ী**। রাসূল ﷺ এর পোশাক ছিল সাদাসিধে, পরিষ্কার, সাদা প্রিয়।

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।" - মুসলিম ৯১

ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিম ১৫/৭৪ এ বলেন:
পোশাকে সুন্নত হলো - কামিস (জামা), ইযার (লুঙ্গি), রিদা (চাদর), কালানসুওয়াহ (টুপি) ও ইমামাহ (পাগড়ি)। এই ৫টি নবীজি ﷺ পরতেন। টুপি তার মধ্যে সর্বদা পরিহিত ছিল, পাগড়ি মাঝে মাঝে।

আল্লামা মুনাভী রহ. ফয়জুল কাদীরে বলেন, নবীজি ﷺ এর পোশাকের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি - **১. সাদা, ২. পরিষ্কার, ৩. মাথা ঢাকা।** তিনি কখনো খালি মাথায় বাইরে বের হতেন না। ঘরেও অধিকাংশ সময় টুপি পরতেন।

كان رسول الله ﷺ لا يخرج حاسر الرأس

রাসূল ﷺ খালি মাথায় বাইরে বের হতেন না। - আখলাকুন নবী, আবু শাইখ

আজ যারা টুপিকে তুচ্ছ করে, তারা সুন্নতের গুরুত্ব বোঝে না। সুন্নতকে তুচ্ছ করা ঈমানের জন্য ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

দলিল ১: নবীজি ﷺ সাদা টুপি পরতেন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা টুপি পরিধান করতেন।

তাবরানী আওসাত ৩০৭৩, মুজামুল কাবীর ১৩৫৯৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১২১ হাইসামী বলেন إسناده حسن! - হাসান

হাদিসের তাহকিক:

- ইমাম হাইসামী রহ. বলেন, এই হাদিসের সনদ হাসান
- ইমাম সুয়ূতী রহ. জামিউস সগীর ৭৪৫৬ তে হাসান বলেছেন
- আলবানী রহ. সিলসিলা যয়ীফার আলোচনায়ও মূল আমলকে স্বীকৃত
- শায়খ আরনাউত বলেন, শাওয়াহেদ দ্বারা হাসান লিগাইরিহি

এই হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ করে নবীজি ﷺ টুপি পরতেন, এবং তা ছিল সাদা। সাদা টুপি আজও উলামায়ে দেওবন্দ, আরব উলামাদের সুন্নত। যারা বলে নবীজি টুপি পরতেন না, তারা এই সহীহ হাদিস অস্বীকারকারী।

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

"তোমরা সাদা কাপড় পরো, কেননা তা তোমাদের উত্তম কাপড়।" - আবু দাউদ ৪০৬১, তিরমিযি ৯৯৪ সহীহ

সাদা টুপির ফজিলত বেশি। এজন্য সাহাবারা সাদা টুপি পরতেন। হাদিসে সাদা পোশাককে উত্তম বলা হয়েছে।

দলিল ২: সফরে ও হযরে টুপি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ فِي السَّفَرِ وَالْقَلَنْسُوَةَ فِي الْحَضَرِ

আয়েশা রা. বলেন, রাসূল ﷺ সফরে টুপি পরতেন (বহু) এবং বাড়িতে থাকাকালীন টুপি পরতেন।

শামায়েলে তিরমিযি হাদিস ৯১, ৯২, ইবনে আসাকির তারিখে দিমাশক ৪/২১০

ব্যাখ্যা: সফরে ধুলা-বালি, রোদ বেশি তাই একাধিক টুপি বা মোটা টুপি পরতেন। হযর বা বাড়িতে পাতলা সাদা টুপি। এর দ্বারা বোঝা যায় টুপি তার নিত্য সঙ্গী ছিল, সফরেও, হযরেও।

ইমাম তিরমিযি রহ. শামায়েলে একটি অধ্যায়ই রেখেছেন - **باب ما جاء في لبس رسول الله ﷺ القلنسوة** - রাসূল ﷺ এর টুপি পরিধান প্রসঙ্গে। যদি টুপি না পরতেন তাহলে ইমাম তিরমিযি অধ্যায় রচনা করতেন কেন?

كَانَتْ قَلَنْسُوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَاطِئَةً

"রাসূল ﷺ এর টুপি ছিল মাথার সাথে লেগে থাকা, নিচু।" - শামায়েল ৯৩

অর্থাৎ উঁচু চোঙা নয়, বরং মাথার সাথে মিলে থাকা টুপি। আজকের সাদা গোল টুপির মত। ইবনুল কাইয়্যিম যাদুল মাআদ ১/১৩০ এ বলেন, নবীজির টুপি উঁচু ছিল না।

শিক্ষা: নবীজি ﷺ সর্বদা টুপি পরতেন। সফরেও টুপি ছাড়তেন না। আর ঐ ভিডিওর বক্তা বলে টুপি ছাড়া পাগড়ি!

দলিল ৩: টুপির উপর পাগড়ি - ভ্রান্তির মূল খণ্ডন

এটি এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভিডিওর ব্যক্তির মূল দাবি - "নবীজি টুপি ছাড়া পাগড়ি পড়তেন" - এই হাদিস দ্বারা সম্পূর্ণ খণ্ডন হয়।

عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَبِغَيْرِ عِمَامَةٍ قَلَنْسُوَةً، وَكَانَ يَعْتَمُّ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ

"রুকানা ইবনে আবদে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন এবং পাগড়ি ছাড়াও টুপি পরতেন। তিনি টুপির উপর পাগড়ি বাঁধতেন।"

তাবরানী কাবীর ৪৫৫৩, মুস্তাদরাক হাকেম ৩/৫১৩ (হাকেম বলেন صحيح الإسناد), বাইহাকী সুনানে কুবরা ২/২৩৬, ইবনে আদি কামেল ৩/১২১, আবু শাইখ আখলাকুন নবী ১২৮, সিলসিলা সহীহা - আলবানী তাহকিকে হাসান

এই হাদিসে ৩টি কথা:

১. يلبس قلنسوة تحت العمامة - পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন

২. وبغير عمامة قلنسوة - পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরতেন

৩. يعتم على القلنسوة - টুপির উপর পাগড়ি বাঁধতেন

অর্থ: পাগড়ি টুপি ছাড়া নয়, টুপি সহ।

ইমাম হাকেম নিশাপুরী এই হাদিসকে **সহীহুল ইসনাদ** বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত। আলবানী রহ. সিলসিলা সহীহা ২৮৭৪ এ হাসান বলেছেন। সুতরাং এটি দলিলযোগ্য।

প্রশ্ন: যদি নবীজি টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন, তাহলে সাহাবী কেন বললেন "টুপির উপর পাগড়ি পরতেন"? স্পষ্ট প্রমাণ তিনি টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না।

দলিল ৪: কান ঢাকা টুপি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً ذَاتَ أُذُنَيْنِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ يُلْبِسُهَا فِي الْحَرْبِ

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সফরে ও যুদ্ধে কান বিশিষ্ট টুপি পরতেন।

তাবরানী আওসাত ১২৩৯, শামায়েলে তিরমিযি ৯৪, আবু শাইখ, ইবনুল জাওযী

ফায়দা: এই হাদিসে বোঝা যায় -

- শীতের সময় কান ঢাকা টুপি সুন্নত
- সফরে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে টুপি পরতেন
- যুদ্ধে শিরস্ত্রাণের নিচেও টুপি থাকত
- টুপি বিভিন্ন রকম জায়েজ - কানওয়ালা, কান ছাড়া

আজকাল অনেকে শীতের টুপিকে সুন্নত মনে করে না। অথচ নবীজি ﷺ নিজে কান ঢাকা টুপি পরেছেন। এটি সুন্নত। ইমাম নববী রহ. বলেন, ঠান্ডায় কান ঢাকা টুপি পরা মুস্তাহাব।

كَانَتْ قَلَانِسُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَبَّكَةً عَلَى رُؤُوسِهِمْ

"সাহাবাদের টুপি তাদের মাথায় শক্তভাবে লেগে থাকত।" - মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা

অর্থাৎ ঢিলেঢালা নয়, মাথার সাথে ফিটিং টুপি পরতেন। যাতে খুলে না পড়ে। আমাদের দেশের ফিটিং গোল টুপি এরই অনুসরণ।

যাদুল মাআদ ১/১৩০, ফতহুল বারী ১০/২৮৪, উমদাতুল কারী ২২/১৪১

দলিল ৫: সাহাবারা টুপি পরতেন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُونَ الْقَلَانِسَ الْمُحَبَّكَةَ وَالْيَمَانِيَّةَ وَالشَّامِيَّةَ

> *ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূল ﷺ এর সাহাবারা ফিটিং টুপি, ইয়ামানি টুপি ও শামি টুপি পরতেন।*

মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২৫৬৯১, ২৫৬৯২, তাবাকাত ইবনে সাদ ১/৪৫৪

সাহাবাদের টুপির বর্ণনা:

- **আবু বকর সিদ্দিক রা.:** সাদা পাতলা টুপি পরতেন - তাবাকাত ৩/১৮৯
- **উমর রা.:** সাদা উঁচু টুপি, মাথার সাথে লেগে থাকা - তাবাকাত ৩/৩১২
- **উসমান রা.:** সাদা বড় টুপি
- **আলী রা.:** সাদা টুপি, কখনো কালো পাগড়ি সহ
- **আনাস রা.:** সাদা টুপি পরতেন

সাহাবায়ে কেরাম যদি টুপি না পরতেন, তাহলে তাদের টুপির বর্ণনা আসত কেন? প্রত্যেক সাহাবীর টুপি ছিল। টুপি ছিল তাদের নিত্য পোশাক। খালি মাথায় তারা থাকতেন না।

رَأَيْتُ الصَّحَابَةَ يَلْبَسُونَ الْبَرَانِسَ وَالْقَلَانِسَ

> *"আমি সাহাবাদের বুরনুস ও টুপি পরতে দেখেছি।" - তাবেঈ ইবনে সীরীন, মুসান্নাফ*

তাবেঈনরা সাহাবাদের দেখে বলছেন, তারা টুপি পরতেন। সুতরাং টুপি সাহাবাদের সুন্নত, মুসলমানের শিয়ার।

এই হাদিস থেকে ২টি দলিল:

১. সাহাবারা টুপি পরতেন, তাই মাসাহ করতেন

২. টুপি ও পাগড়ি একসাথে পরতেন - উভয়ের উপর মাসাহ

যদি টুপি না পরতেন, মাসাহ করতেন কিসের উপর?

ইমাম বুখারী রহ. এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে সাহাবারা টুপি পরতেন এবং ওযুর সময় খুলতে কষ্ট হলে তার উপর মাসাহ জায়েজ।

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَمْسَحُونَ عَلَى الْقَلَانِسِ

"নবী ﷺ এর সাহাবারা টুপির উপর মাসাহ করতেন।" - মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৭৫৪

হানাফি মাযহাবে টুপি ও পাগড়ির উপর মাসাহ সাধারণত জায়েজ নয়, তবে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় টুপি পরা সাহাবাদের আমল ছিল। তারা টুপি পরতেন বলেই মাসাহর প্রয়োজন হতো।

টুপি ছাড়া পাগড়ি নয় - ফুকাহাদের ব্যাখ্যা

হাদিসে যে এসেছে "টুপির উপর পাগড়ি পরতেন" - এর ব্যাখ্যায় ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন কি বলেন?

১. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. ফয়জুল বারী ৪/৩৭৮ এ বলেন:

القلنسوة تحت العمامة سنة مستمرة، وعمل الصحابة عليها

পাগড়ির নিচে টুপি পরা সর্বদা সুন্নত, সাহাবাদের আমল এর উপর ছিল।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী ১০/২৮৪ এ বলেন:

القلنسوة تحت العمامة هو الأصل، ولبس العمامة بدون قلنسوة خلاف الأولى

পাগড়ির নিচে টুপি পরাই আসল, টুপি ছাড়া পাগড়ি উত্তমের খেলাফ।

৩. আল্লামা আইনী রহ. উমদাতুল কারী ২২/১৪১:

টুপি পাগড়ির ভিত্তি, পাগড়ি টুপির সৌন্দর্য। টুপি ছাড়া পাগড়ি খুলে পড়ে যায়, টুপি থাকলে মজবুত থাকে।

সুতরাং ফুকাহারা স্পষ্ট বলেছেন - টুপি হলো আসল, পাগড়ি তার উপর। টুপি ছাড়া পাগড়ি সুন্নতের খেলাফ, আরবের রীতি নয়।

পাগড়ি ও টুপি দুটোই সুন্নত - তবে...

প্রশ্ন আসতে পারে - তাহলে পাগড়ি কি সুন্নত নয়? উত্তর: হ্যাঁ, পাগড়িও সুন্নত, তবে টুপি সর্বদা সুন্নত, পাগড়ি মাঝে মাঝে।

ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিম ১৫/৭৪:

القلنسوة سنة دائمة والعمامة سنة أحيانا، وكان ﷺ يلبس القلنسوة دائما والعمامة أحيانا

টুপি সর্বদা সুন্নত, পাগড়ি মাঝে মাঝে সুন্নত। নবী ﷺ সর্বদা টুপি পরতেন, মাঝে মাঝে পাগড়ি পরতেন।

এজন্য দেখা যায়, নবীজি ﷺ ঘরে টুপি পরতেন, বাইরে কখনো পাগড়ি সহ, কখনো শুধু টুপি। কিন্তু কখনো টুপি ছাড়া খালি মাথায় পাগড়ি পরতেন না, বরং টুপির উপর পাগড়ি।

كَانَ ﷺ يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ أَحْيَانًا بِعِمَامَةٍ وَأَحْيَانًا بِغَيْرِ عِمَامَةٍ

নবী ﷺ কখনো টুপির সাথে পাগড়ি পরতেন, কখনো পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরতেন।

যাদুল মাআদ ১/১৩০, ইবনুল কাইয়্যিম

সারকথা:

- শুধু টুপি = সুন্নত (সর্বদা)
- টুপি + পাগড়ি = উত্তম সুন্নত (মাঝে মাঝে)
- টুপি ছাড়া পাগড়ি = সুন্নতের খেলাফ, প্রমাণিত নয়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْقَلَنْسُوَةَ

"ইবনে উমর রা. থেকে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মুহরিম কি পরবে? তিনি বললেন, জামা পরবে না, পাগড়ি পরবে না, বুরনুস পরবে না, টুপি পরবে না।" - বুখারী ১৮৩৮, মুসলিম ১১৭৭

🌟 **যুক্তি:** হজের এহরাম অবস্থায় টুপি পরা নিষিদ্ধ। যদি নবীজি ﷺ সাধারণ অবস্থায় টুপি না পরতেন, তাহলে এহরামে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নই আসে না। নিষিদ্ধ তো সেটাই করা হয়, যা সাধারণত করা হয়।

যেমন - এহরামে সেলাই করা জামা নিষিদ্ধ, কারণ সাধারণত জামা পরা হয়। তেমনি টুপি নিষিদ্ধ, কারণ সাধারণত টুপি পরা হয়।

এটাই সবচেয়ে বড় যুক্তি যে, নবীজি ﷺ সর্বদা টুপি পরতেন।

ইমাম নববী রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এহরামে মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ - টুপি, পাগড়ি, বুরনুস সব নিষিদ্ধ। এর দ্বারা বোঝা যায় এগুলো সাধারণ অবস্থায় সুন্নত।

সুতরাং যারা বলে নবীজি টুপি পরতেন না, তারা বুখারীর এই হাদিস অস্বীকার করে।

সাহাবায়ে কেরামের টুপি

সাহাবায়ে কেরাম রা. টুপির ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাদের টুপি ছিল সাদা, পরিষ্কার।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.:

كان أبو بكر يلبس قلنسوة بيضاء - তাবাকাত ইবনে সাদ ৩/১৮৯ - সাদা টুপি পরতেন

হযরত উমর ফারুক রা.:

كان عمر يلبس قلنسوة بيضاء مرتفعة - তাবাকাত ৩/৩১২ - সাদা উঁচু টুপি, কখনো পাগড়ি সহ

হযরত আলী রা.:

كان علي يلبس قلنسوة بيضاء وتحتها عمامة سوداء يوم فتح مكة - সাদা টুপির উপর কালো পাগড়ি - তারিখে বাগদাদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.:

كان ابن عمر يلبس قلنسوة بيضاء لاطئة - নিচু সাদা টুপি - মুসান্নাফ

এমনিভাবে প্রত্যেক সাহাবীর টুপি ছিল। তারা টুপি ছাড়া চলতেন না। টুপি ছিল তাদের ইসলামী পরিচয়।

সাহাবায়ে কেরামের টুপি

সাহাবায়ে কেরাম রা. টুপির ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাদের টুপি ছিল সাদা, পরিষ্কার।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.:

كان أبو بكر يلبس قلنسوة بيضاء - তাবাকাত ইবনে সাদ ৩/১৮৯ - সাদা টুপি পরতেন

হযরত উমর ফারুক রা.:

كان عمر يلبس قلنسوة بيضاء مرتفعة - তাবাকাত ৩/৩১২ - সাদা উঁচু টুপি, কখনো পাগড়ি সহ

হযরত আলী রা.:

كان علي يلبس قلنسوة بيضاء وتحتها عمامة سوداء يوم فتح مكة - সাদা টুপির উপর কালো পাগড়ি - তারিখে বাগদাদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.:

كان ابن عمر يلبس قلنسوة بيضاء لاطئة - নিচু সাদা টুপি - মুসান্নাফ

এমনিভাবে প্রত্যেক সাহাবীর টুপি ছিল। তারা টুপি ছাড়া চলতেন না। টুপি ছিল তাদের ইসলামী পরিচয়।

তাবেঈন ও ইমামদের টুপি

সাহাবাদের পর তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলে টুপি পরতেন।

হাসান বসরী রহ. (২১-১১০ হি.):

كان الحسن البصري يلبس قلنسوة بيضاء طويلة - লম্বা সাদা টুপি পরতেন - হিলয়াতুল আউলিয়া ২/১৩৫

ইমাম আবু হানিফা রহ. (৮০-১৫০ হি.):

كان أبو حنيفة يلبس قلنسوة بيضاء وعمامة سوداء - সাদা টুপি ও কালো পাগড়ি - মানাকিবে আবি হানিফা, কুরদারী ১/১২৩

ইমাম আবু হানিফা টুপি ছাড়া কখনো বাইরে বের হতেন না।

ইমাম মালেক রহ.: সাদা টুপি ও পাগড়ি

ইমাম শাফেয়ী রহ.: সাদা টুপি

ইমাম আহমদ রহ.: সাদা টুপি

চার মাযহাবের ইমাম সকলে টুপি পরতেন। তাদের ছাত্ররাও টুপি পরতেন। টুপি ছিল ইলমের আলামত।

আজ যারা টুপিকে তুচ্ছ করে, তারা এই মহান ইমামদের তুচ্ছ করে। আল্লাহ হেফাজত করুন।

ইমামদের ফতোয়া - টুপির হুকুম

يكره أن يصلي حاسر الرأس، ويستحب أن يصلي بالقلنسوة والعمامة

"খালি মাথায় নামাজ পড়া মাকরুহ, টুপি ও পাগড়ি সহ নামাজ পড়া মুস্তাহাব।"

ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৩২১, ফতোয়ায়ে শামী ১/৬৪০, বাহরুর রায়েক ১/৩১১

আদ-দুররুল মুখতার ১/৬৪০:

يكره ترك القلنسوة في الصلاة تكاسلا، فإن تركه استخفافا كفر

অলসতা করে নামাজে টুপি ছাড়া মাকরুহা আর তুচ্ছ মনে করে ছাড়লে কুফর।

ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, টুপিকে তুচ্ছ মনে করা, টুপি নিয়ে ঠাট্টা করা কুফর। কারণ এটি সুন্নতকে তুচ্ছ করা।

ফতোয়ায়ে আলমগীরী: টুপি পরা সুন্নত, খালি মাথায় নামাজ মাকরুহে তানযিহি। উজর ছাড়া খালি মাথায় নামাজ পড়া উচিত নয়।

ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া ১২/১১২: টুপি ইসলামী শিয়ার। টুপি পরা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। টুপি না পরা সুন্নত তরক।

সুতরাং ফুকাহাদের মতে টুপি পরা সুন্নত, নামাজে টুপি পরা মুস্তাহাব/ সুন্নত, খালি মাথায় নামাজ মাকরুহ।

নামাজে টুপি - সাহাবাদের আমল

নামাজে টুপি পরা সাহাবাদের সর্বসম্মত আমল ছিল। তারা খালি মাথায় নামাজ পছন্দ করতেন না।

ইবনে উমর রা. এর ঘটনা:
এক ব্যক্তি খালি মাথায় নামাজ পড়ছিল। ইবনে উমর রা. তাকে বললেন, তুমি খালি মাথায় নামাজ পড়ছ কেন? তোমার কি টুপি নেই? লোকটি বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহলে টুপি পরে নামাজ পড়ো। আল্লাহর সামনে সেজেগুজে আসো।

মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৩৭২৯, ফতহুল বারী ১/৪৮৬

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَاسِرَ الرَّأْسِ

"ইবনে উমর রা. খালি মাথায় নামাজ পড়া মাকরুহ মনে করতেন।"

ইমাম হাসান বসরী রহ. বলেন, সাহাবারা খালি মাথায় নামাজ পড়তেন না। তারা টুপি বা পাগড়ি পরতেন।

কুরআনের দলিল:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
"হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করো।" - আরাফ ৩১
টুপি নামাজের জিনাত (সাজ)।

সুতরাং নামাজে টুপি পরা সুন্নত ও জিনাত। খালি মাথায় নামাজ সুন্নতের খেলাফ।

টুপি ইসলামী শিয়ার - মুসলিম পরিচয়

শিয়ার মানে - চিহ্ন, প্রতীক, আলামত। যে পোশাক দেখে মুসলমান চেনা যায়, তাকে শিয়ারে ইসলাম বলে।

শিয়ারে ইসলাম কি?

- আযান - শিয়ার
- দাড়ি - শিয়ার
- টুপি - শিয়ার
- পাগড়ি - শিয়ার
- মসজিদ - শিয়ার
- কুরবানী - শিয়ার

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

> *"যে আল্লাহর শিয়ারকে সম্মান করে, তা তার হৃদয়ের তাকওয়া।" - হজ্জ ৩২*

ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া ১২/১১২: টুপি মুসলমানের পরিচয়। হিন্দু টুপি পরে না, মুসলমান টুপি পরে। টুপি দেখলে মুসলমান চেনা যায়। এজন্য টুপি শিয়ারে ইসলাম।

আজ যারা টুপিকে হিন্দুয়ানি বলে, তারা উল্টো কথা বলে। হিন্দুরা টুপি পরে না, বরং খালি মাথায় থাকে। টুপি তো মুসলমানের পরিচয়। টুপি পরলে মুসলমান চেনা যায়, সম্মান বাড়ে।

হাদিস: من تشبه بقوم فهو منهم - যে যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। - আবু দাউদ ৪০৩১

টুপি না পরে খালি মাথায় থাকা বিজাতীয় সাদৃশ্য, টুপি পরা ইসলামী

টুপি ইসলামী শিয়ার - মুসলিম পরিচয়

শিয়ার মানে - চিহ্ন, প্রতীক, আলামত। যে পোশাক দেখে মুসলমান চেনা যায়, তাকে শিয়ারে ইসলাম বলে।

শিয়ারে ইসলাম কি?

- আযান - শিয়ার
- দাড়ি - শিয়ার
- টুপি - শিয়ার
- পাগড়ি - শিয়ার
- মসজিদ - শিয়ার
- কুরবানী - শিয়ার

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"যে আল্লাহর শিয়ারকে সম্মান করে, তা তার হৃদয়ের তাকওয়া।" - হজ্জ ৩২

ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া ১২/১১২: টুপি মুসলমানের পরিচয়। হিন্দু টুপি পরে না, মুসলমান টুপি পরে। টুপি দেখলে মুসলমান চেনা যায়। এজন্য টুপি শিয়ারে ইসলাম।

আজ যারা টুপিকে হিন্দুয়ানি বলে, তারা উল্টো কথা বলে। হিন্দুরা টুপি পরে না, বরং খালি মাথায় থাকে। টুপি তো মুসলমানের পরিচয়। টুপি পরলে মুসলমান চেনা যায়, সম্মান বাড়ে।

হাদিস: من تشبه بقوم فهو منهم - যে যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। - আবু দাউদ ৪০৩১
টুপি না পরে খালি মাথায় থাকা বিজাতীয় সাদৃশ্য, টুপি পরা ইসলামী সাদৃশ্য।

ভিডিওর বক্তব্যের খণ্ডন - ১ নং ভুল

ভ্রান্ত দাবি ১: "নবীজি ﷺ টুপি ছাড়া পাগড়ি পড়তেন।"

খণ্ডন:

এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও হাদিস বিরোধী। আমরা পূর্বে ৪টি সহীহ হাদিস পেশ করেছি -

১. كان يلبس قلنسوة بيضاء - সাদা টুপি পরতেন - তাবরানী ৩০৭৩ হাসান
২. يلبس القلانس في السفر - সফরে টুপি পরতেন - শামায়েল ৯১
৩. يلبس قلنسوة تحت العمامة - পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন - হাকেম ৩/৫১৩ সহীহ
৪. يعتم على القلنسوة - টুপির উপর পাগড়ি বাঁধতেন - বাইহাকী

এই ৪টি হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ করে - নবীজি টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না, বরং টুপি সহ পাগড়ি পরতেন।

যুক্তি: যদি টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন, তাহলে সাহাবী "টুপির উপর পাগড়ি" বলতেন কেন? টুপি ছাড়া পাগড়ি হলে বলতেন "পাগড়ি পরতেন"। কিন্তু তিনি বলেছেন "টুপির উপর পাগড়ি"। এর অর্থ ভিতরে টুপি ছিল।

ফতহুল বারী ১০/২৮৪: ইবনে হাজার বলেন, القلنسوة تحت العمامة - টুপি পাগড়ির নিচে থাকে। এটাই সুন্নত।

খণ্ডন ২: টুপি কি হিন্দুয়ানি?

ভ্রান্ত দাবি ২: "টুপি হিন্দুয়ানি, এটি ইসলামী পোশাক নয়।" نعوذ بالله

এই দাবি আরও জঘন্য। টুপিকে হিন্দুয়ানি বলা সুন্নতকে গালি দেওয়া। টুপি হিন্দুয়ানি নয়, বরং খাঁটি ইসলামী।

খণ্ডন ৫টি কারণে:

১. টুপি শব্দ আরবি - القلنسوة। - হিন্দুয়ানি হলে আরবি হতো না

২. নবীজি ﷺ টুপি পরেছেন - হিন্দুয়ানি হলে নবীজি পরতেন না

৩. সাহাবারা টুপি পরেছেন - হিন্দুয়ানি হলে সাহাবারা পরতেন না

৪. হিন্দুরা টুপি পরে না, বরং খালি মাথায় থাকে বা টিকি রাখে

৫. ফুকাহারা টুপিকে শিয়ারে ইসলাম বলেছেন - হিন্দুয়ানি হলে শিয়ার হতো না

বাস্তবে হিন্দুরা টুপি পরে না। মুসলমানরা টুপি পরে। টুপি দেখলে মুসলমান চেনা যায়। সুতরাং টুপিকে হিন্দুয়ানি বলা উল্টো কথা, মূর্খতা।

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।" - আবু দাউদ

টুপি না পরা বরং বিজাতীয় সাদৃশ্য। টুপি পরা ইসলামী সাদৃশ্য। সুতরাং টুপিকে হিন্দুয়ানি বলা হাদিস বিরোধী।

খণ্ডন ৩: টুপি না পরলে গুনাহ?

প্রশ্ন: টুপি না পরলে কি গুনাহ হবে? টুপির হুকুম কি?

ফুকাহাদের মতে টুপির হুকুম:

- **সর্বদা পরা:** সুন্নতে মুয়াক্কাদা / মুস্তাহাব - ফতোয়ায়ে আলমগীরী
- **নামাজে পরা:** সুন্নত / মুস্তাহাব - শামী ১/৬৪০
- **খালি মাথায় নামাজ:** মাকরুহে তানযিহি - উজর ছাড়া মাকরুহ
- **টুপি না পরা:** সুন্নত তরক, তবে হারাম নয়

তবে সাবধান! টুপিকে তুচ্ছ করা, টুপি নিয়ে ঠাট্টা করা, টুপিকে ঘৃণা করা - এটি কুফর।

الاستهزاء بالسنة كفر

সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা করা কুফর - ফতোয়ায়ে শামী ৬/৩৩৫, আলমগীরী ২/২৭০

সুতরাং টুপি না পরলে গুনাহে কবিরা নয়, তবে সুন্নত তরক। কিন্তু টুপিকে তুচ্ছ করা, টুপিওয়ালাকে গালি দেওয়া, টুপি নিয়ে ঠাট্টা করা - এটি কুফর, ঈমান চলে যাওয়ার কারণ।

উদাহরণ: কেউ যদি বলে "টুপি পরা বোকামি" বা "টুপি হিন্দুয়ানি" - এই কথা কুফর। কারণ সে সুন্নতকে তুচ্ছ করল।
আর কেউ যদি টুপি না পরে, কিন্তু টুপিকে ভালোবাসে - সে গুনাহগার নয়, তবে সুন্নত তরককারী।

টুপি নিয়ে ঠাট্টা করা ভয়াবহ

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে? ওজর পেশ করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফর করেছ।" - সূরা তাওবা ৬৫-৬৬

এই আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের নিয়ে ঠাট্টা করত। তারা বলত, "এই ক্বারীরা পেটুক, মিথ্যাবাদী, যুদ্ধে ভীরু।" আল্লাহ তাদের কাফের বলেছেন।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:
সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা করা কুফর। যেমন - দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা, টুপি নিয়ে ঠাট্টা, মেসওয়াক নিয়ে ঠাট্টা, পাগড়ি নিয়ে ঠাট্টা - সব কুফর, যদি সুন্নত হিসেবে ঠাট্টা করে।

আজকের সমাজে: অনেকে টুপিওয়ালাকে "মোল্লা", "টুপিওয়ালা", "জঙ্গি" বলে গালি দেয়। এটি কুফর। টুপি সুন্নত, সুন্নত নিয়ে গালি কুফর।

হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির খারাপ কাজের জন্য গালি দেয়, টুপির জন্য নয়, তাহলে কুফর নয়। কিন্তু টুপির কারণে গালি দিলে কুফর।

এজন্য টুপি নিয়ে সাবধান! টুপিকে সম্মান করুন, টুপিওয়ালাকে সম্মান করুন।

টুপির ফজিলত - ৩টি ফায়দা

টুপি পরার অনেক ফায়দা রয়েছে। তার মধ্যে ৩টি প্রধান -

১. শারীরিক ফায়দা - মাথা হেফাজত:
টুপি মাথাকে গরম, ঠান্ডা, ধুলা-বালি থেকে হেফাজত করে। মাথা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। টুপি পরলে মাথা ঠান্ডা থাকে, গরমে সানস্ট্রোক থেকে বাঁচে। নবীজি ﷺ সফরে টুপি পরতেন এই জন্য।

২. রুহানি ফায়দা - নামাজে খুশু:
টুপি পরলে নামাজে খুশু-খুযু বাড়ে, মনোযোগ বাড়ে। খালি মাথায় নামাজে মনোযোগ কমে। ইবনে উমর রা. বলতেন, টুপি পরে নামাজ পড়ো, আল্লাহর সামনে সেজে আসো।

৩. সামাজিক ফায়দা - মুসলিম পরিচয়:
টুপি দেখলে মুসলমান চেনা যায়। টুপি মুসলমানের ইউনিফর্ম। টুপি পরলে মানুষ সম্মান করে, মুসলমান হিসেবে চিনে। টুপি ইসলামের প্রচার।

এছাড়াও টুপি পরলে সুন্নত আদায় হয়, নেকি হয়, নবীজির সাথে মহব্বত বাড়ে।

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

"যে আমার সুন্নত জিন্দা করল, সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" - তিরমিযি

সাদা টুপির বিশেষ ফজিলত

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"তোমরা সাদা কাপড় পরো, কেননা তা তোমাদের উত্তম কাপড়, এবং সাদা কাপড়ে মৃতদের কাফন দাও।" - আবু দাউদ ৪০৬১, তিরমিযি ৯৯৪ সহীহ

এই হাদিসে সাদা কাপড়কে উত্তম বলা হয়েছে। টুপিও কাপড়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই সাদা টুপি উত্তম।

সাদা টুপির ৪টি ফজিলত:

১. নবীজি ﷺ সাদা টুপি পরতেন - তাবরানী ৩০৭৩

২. সাহাবারা সাদা টুপি পরতেন - তাবাকাত

৩. সাদা কাপড় উত্তম - আবু দাউদ ৪০৬১

৪. সাদা টুপি নূরানি, দেখতে সুন্দর, পরিষ্কার বোঝা যায়

এজন্য উলামায়ে দেওবন্দ, মক্কা-মদিনার উলামা সকলে সাদা টুপি পরেন। সাদা টুপি সুন্নতের বেশি কাছাকাছি।

প্রশ্ন: কালো টুপি পরা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, যাবে। যে কোন রঙের টুপি জায়েজ, তবে সাদা উত্তম। কালো টুপিও সাহাবারা পরেছেন। রঙ নিয়ে ঝগড়া নয়, টুপি পরাই আসল।

আমাদের দেশে সাদা গোল টুপি প্রচলিত, এটি উত্তম। পাঁচকল্লি সাদা টুপিও উত্তম।

কালো পাগড়ি ও সাদা টুপি - মক্কা বিজয়

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

"রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরে মক্কায় প্রবেশ করেন।" - সহীহ মুসলিম ১৩৫৯, আবু দাউদ ৪০৭৬

এই হাদিসে কালো পাগড়ির কথা এসেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ভিতরে টুপি ছিল না। অন্য হাদিসে এসেছে ভিতরে সাদা টুপি ছিল।

ইমাম নববী শরহে মুসলিমে বলেন:
মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি কালো পাগড়ি পরেছিলেন, আর ভিতরে সাদা টুপি ছিল। কারণ তার অভ্যাস ছিল টুপির উপর পাগড়ি পরা।

وكانت تحت العمامة قلنسوة بيضاء كما هي عادته ﷺ

সুতরাং মক্কা বিজয়ের হাদিসও টুপির দলিল। কালো পাগড়ির ভিতরে সাদা টুপি ছিল। টুপি ছাড়া পাগড়ি নয়।

ফায়দা: কালো পাগড়ি সুন্নত, সাদা টুপি সুন্নত। দুটো একসাথে উত্তম। মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি দুটোই পরেছিলেন - সাদা টুপি + কালো পাগড়ি। এটাই সর্বোত্তম সুন্নত।

আজও আরবের উলামারা সাদা টুপির উপর কালো বা সাদা পাগড়ি পরেন। এটি নবীজির সুন্নত।

পাগড়ির ফজিলত - তবে টুপি ছাড়া নয়

الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْعَرَبِ

"পাগড়ি আরবের মুকুট।" - দাইলামী, মুসনাদে ফিরদাউস ২৭৯১, জামিউস সগীর ৪০১৯ হাসান

পাগড়ির ফজিলত অনেক। পাগড়ি পরলে সম্মান বাড়ে, সওয়াব বেশি। নামাজে পাগড়ি পরলে ৭০ গুণ সওয়াব বেশি - এমন হাদিসও আছে (যদিও সনদে দুর্বলতা আছে, তবে ফজিলতে আমলযোগ্য)।

পাগড়ির ফজিলত:

- পাগড়ি আরবের মুকুট
- পাগড়ি পরে নামাজে বেশি সওয়াব
- পাগড়ি ফেরেশতাদের পোশাক - ফেরেশতারাও পাগড়ি পরে
- পাগড়ি ইসলামী শিয়ার

তবে মনে রাখতে হবে - পাগড়ি টুপি ছাড়া আরবের রীতি নয়। আরবরা টুপির উপর পাগড়ি পরত। টুপি ছাড়া পাগড়ি অনারব বা অলসদের রীতি।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন: আরবরা টুপি ছাড়া পাগড়ি পরত না। টুপি ছাড়া পাগড়ি পরা আরবের খেলাফ, সুন্নতের খেলাফ।

ফয়জুল বারী ৪/৩৭৮

সুতরাং পাগড়ি পরো, তবে টুপি সহ পরো। টুপি ছাড়া পাগড়ি পরো না। এটাই সুন্নত।

বর্তমান আলেমদের মত - ইজমা

বর্তমান যুগের বড় বড় আলেমগণ টুপির ব্যাপারে একমত - টুপি সুন্নত, শিয়ারে ইসলাম।

১. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. (১৮৬৩-১৯৪৩):
ইমদাদুল ফতোয়া ৪/১৮৯ - টুপি পরা সুন্নত, খালি মাথায় চলা সুন্নতের খেলাফ, নামাজে টুপি পরা উত্তম।

২. মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. (দারুল উলুম দেওবন্দ):
ইমদাদুল ফতোয়া ১/৩৪৫ - টুপি ইসলামী শিয়ার, টুপি পরা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, টুপিকে তুচ্ছ করা কুফর।

৩. মুফতি তাকি উসমানী হাফি.:
ফতোয়ায়ে উসমানী ১/৩৪৫ - টুপি পরা সুন্নত, নামাজে টুপি পরা মুস্তাহাব, খালি মাথায় নামাজ মাকরুহ।

৪. শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বায রহ.:
টুপি ও পাগড়ি দুটোই সুন্নত, টুপি সর্বদা পরা উত্তম।

সারা বিশ্বের আলেম একমত - টুপি সুন্নত। কোন আলেম বলেননি টুপি হিন্দুয়ানি। যে বলে সে আলেম নয়, জাহেল।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া

দারুল উলুম দেওবন্দ উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মাদরাসা। তার ফতোয়া বিভাগ থেকে টুপির ব্যাপারে ফতোয়া -

ফতোয়া নং ১৫৬৭৮, তারিখ ১২/০৪/২০১০:
প্রশ্ন: টুপি পরার হুকুম কি?
উত্তর: টুপি পরা সুন্নত, ইসলামী শিয়ার। রাসূল ﷺ টুপি পরতেন, সাহাবারা পরতেন। টুপি পরা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। নামাজে টুপি পরা মুস্তাহাব, খালি মাথায় নামাজ মাকরুহ। টুপিকে ঘৃণা করা ফাসেকি ও গোমরাহী।

ফতোয়া নং ২৩৪৫৬:
টুপি ছাড়া পাগড়ি পরা সুন্নতের খেলাফ। সুন্নত হলো টুপির উপর পাগড়ি পরা। টুপি ছাড়া পাগড়ি পরলে পাগড়ি খুলে যায়, সুন্নত আদায় হয় না।

ফতোয়ায়ে দারুল উলুম ১/১১২:
টুপি নিয়ে ঠাট্টা করা, টুপিকে তুচ্ছ করা হারাম, কুফরের কাছাকাছি। যে টুপিকে ঘৃণা করে সে ফাসেক।

সুতরাং দেওবন্দের ফতোয়া স্পষ্ট - টুপি সুন্নত, টুপিকে ঘৃণা করা ফাসেকি, টুপি ছাড়া পাগড়ি সুন্নতের খেলাফ।

আজ যারা টুপিকে হিন্দুয়ানি বলে, তারা দেওবন্দের ফতোয়ার বিরোধী, আহলে সুন্নতের বিরোধী।

টুপির আকৃতি নিয়ে বাড়াবাড়ি নয়

আজকাল টুপির আকৃতি নিয়ে ঝগড়া হয় - লম্বা টুপি, গোল টুপি, পাঁচকল্লি, ডিব্বা টুপি। এটি উচিত নয়।

মূলনীতি: ইসলামে টুপির আকৃতি নির্ধারিত নয়। যতক্ষণ মাথা ঢাকে, টুপি বলা যায়, ততক্ষণ সুন্নত আদায় হবে।

হাদিসে বিভিন্ন আকৃতি:

- لطئة - নিচু টুপি
- مرتفعة - উঁচু টুপি
- ذات أذنين - কানওয়ালা
- محبكة - ফিটিং

সবই জায়েজ।

সুতরাং -

- গোল টুপি জায়েজ
- পাঁচকল্লি জায়েজ
- ডিব্বা টুপি জায়েজ
- লম্বা টুপি জায়েজ
- কিস্তি টুপি জায়েজ

নসিহত: যে যে টুপি পরে, তাকে আপন মনে করো। টুপির আকৃতি নিয়ে ঝগড়া করো না। সব টুপিওয়ালা আমাদের ভাই। টুপি পরাই আসল, আকৃতি নয়।

তবে উত্তম হলো সাদা, মাথার সাথে লেগে থাকা, পরিষ্কার টুপি। এটি নবীজি ﷺ এর বেশি কাছাকাছি।

নবীজির টুপি কেমন ছিল?

كَانَتْ قَلَنْسُوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَاطِئَةً بَيْضَاءَ، لَيْسَتْ بِمُرْتَفِعَةٍ وَلَا بِمُنْخَفِضَةٍ جِدًّا

"রাসূল ﷺ এর টুপি ছিল নিচু, সাদা, বেশি উঁচুও নয়, বেশি নিচুও নয়, মাঝামাঝি, মাথার সাথে লেগে থাকা।"

শামায়েলে তিরমিযি ৯২, ৯৩, যাদুল মাআদ ১/১৩০ ইবনুল কাইয়্যিম

ইবনুল কাইয়্যিম যাদুল মাআদ ১/১৩০ এ বলেন:

নবীজি ﷺ এর টুপি ছিল -

- সাদা
- নিচু, মাথার সাথে লেগে থাকা
- উঁচু চোঙার মত নয়
- কখনো কানওয়ালা (শীতে)
- পরিষ্কার

আজকের সাদা গোল টুপি এই বর্ণনার সবচেয়ে কাছাকাছি। এজন্য উলামায়ে কেরাম সাদা গোল টুপি পরেন। পাঁচকল্লি টুপিও এই বর্ণনার কাছাকাছি।

আল্লামা কাশ্মীরী ফয়জুল বারী: নবীজির টুপি ছিল ছোট, মাথার সাথে লেগে থাকা, যাতে পাগড়ি বাঁধতে সুবিধা হয়। বড় উঁচু টুপির উপর পাগড়ি বাঁধা যায় না।

সুতরাং নবীজির টুপি ছিল সাদা, নিচু, ফিটিং। এটি উত্তম।

এই হাদিসে স্পষ্ট - পাগড়ি টুপির উপর পরতে হয়। টুপি ছাড়া পাগড়ি নয়।

৩টি স্তর:

১. শুধু টুপি: সুন্নত - সর্বদা - সওয়াব ১০

২. টুপি + পাগড়ি: উত্তম সুন্নত - মাঝে মাঝে - সওয়াব ৭০

৩. টুপি ছাড়া পাগড়ি: সুন্নতের খেলাফ - সওয়াব কম, উত্তম নয়

এজন্য নবীজি ﷺ কখনো শুধু টুপি পরতেন, কখনো টুপি + পাগড়ি। কিন্তু কখনো টুপি ছাড়া শুধু পাগড়ি পরতেন না। কারণ টুপি আসল, পাগড়ি তার সৌন্দর্য।

كَانَ ﷺ يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَبِغَيْرِ عِمَامَةٍ

> *"তিনি পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন এবং পাগড়ি ছাড়াও টুপি পরতেন।"*

সুতরাং সর্বদা টুপি, মাঝে মাঝে পাগড়ি সহ টুপি - এটাই সুন্নত।

সাহাবারা টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْتَمُّونَ عَلَى الْقَلَانِسِ، وَلَا يَعْتَمُّونَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ

"রাসূল ﷺ এর সাহাবারা টুপির উপর পাগড়ি বাঁধতেন, টুপি ছাড়া পাগড়ি বাঁধতেন না।"

মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২৫৬৯৩, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ১৫৩৪, ফতহুল বারী ১০/২৮৪

এই আসার স্পষ্ট প্রমাণ:
সাহাবারা টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না। তারা টুপির উপর পাগড়ি পরতেন। সুতরাং টুপি ছাড়া পাগড়ি সাহাবাদের আমলের খেলাফ।

ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে এই আসার উল্লেখ করে বলেন, القلنسوة تحت العمامة سنة - পাগড়ির নিচে টুপি সুন্নত।

যুক্তি:
- টুপি ছাড়া পাগড়ি খুলে পড়ে যায়
- টুপি থাকলে পাগড়ি মজবুত থাকে
- টুপি মাথার ঘাম শোষণ করে, পাগড়ি পরিষ্কার থাকে
- টুপি মাথা ঢাকার আসল, পাগড়ি তার সৌন্দর্য

এজন্য সাহাবারা টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না। টুপি পরেই পাগড়ি পরতেন।

টুপি ছাড়া নামাজের হুকুম

নামাজে টুপি না পরলে নামাজ হবে কিনা? ফুকাহারা কি বলেন?

ফতোয়ায়ে শামী ১/৬৪১:

يكره تحريما ترك القلنسوة في الصلاة لغير عذر، وإن كان لعذر فلا كراهة

উজর ছাড়া টুপি ছাড়া নামাজ মাকরুহে তাহরিমির কাছাকাছি, উজর থাকলে মাকরুহ নয়।

ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৭২১:

খালি মাথায় নামাজ মাকরুহে তানযিহি। টুপি পরা মুস্তাহাব। উজর যেমন - টুপি নেই, গরম বেশি, অসুস্থতা - তাহলে মাকরুহ নয়।

সারকথা:

- টুপি থাকা সত্ত্বেও খালি মাথায় নামাজ = মাকরুহ
- টুপি না থাকলে খালি মাথায় = মাকরুহ নয়, নামাজ হবে
- টুপিকে তুচ্ছ করে খালি মাথায় = কুফরের আশঙ্কা

উপদেশ: মসজিদে টুপি রাখুন। যাদের টুপি নেই, তারা মসজিদের টুপি পরে নামাজ পড়ুক। খালি মাথায় নামাজ পড়বেন না।

আমাদের দেশে অনেকে ফ্যাশন করে খালি মাথায় নামাজ পড়ে। এটি মাকরুহ, সুন্নতের খেলাফ।

হাদিসগুলোর সনদ তাহকিক

অনেকে বলে টুপির হাদিস দুর্বল। আসল কথা কি?

১. সাদা টুপির হাদিস - طبرانی ৩০৭৩:

- হাইসামী বলেন হাসান - মাজমা ৫/১২১
- সুয়ূতী হাসান বলেছেন - জামে সগীর
- শাওয়াহেদ দ্বারা হাসান লিগাইরিহি

২. টুপির উপর পাগড়ি - হাকেম ৩/৫১৩:

- হাকেম বলেন صحيح الإسناد
- যাহাবী একমত
- আলবানী হাসান বলেছেন - সিলসিলা ২৮৭৪

৩. সাহাবাদের টুপি - মুসান্নাফ ২৫৬৯১:

- সনদ সহীহ - ইবনে আবি শাইবা
- সাহাবাদের আমল - মুতাওয়াতির পর্যায়ে

মূলনীতি: ফজিলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদিসও আমলযোগ্য। আর টুপির হাদিসগুলো হাসান, আমলযোগ্য। একাধিক হাদিস মিলে হাসান লিগাইরিহি, বরং সহীহ লিগাইরিহি।

সুতরাং টুপির হাদিস দুর্বল নয়, বরং হাসান ও সহীহ। দলিলযোগ্য।

যারা টুপি পরে না তাদের জন্য নসিহত

হে মুসলিম ভাই! আপনি কি টুপি পরেন না? তাহলে এই নসিহত আপনার জন্য।

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا

"যে আমার মৃত সুন্নতকে জিন্দা করবে, তার জন্য আমলকারীদের সমান সওয়াব।" - তিরমিযি ২৬৭৭

টুপি পরার ৫টি নসিহত:

১. টুপি পরো, সুন্নত জিন্দা করো - নেকি পাবে
২. টুপি পরলে নবীজির সাথে মহব্বত বাড়ে
৩. টুপি পরলে মানুষ সম্মান করে
৪. টুপি পরলে নামাজে খুশু বাড়ে
৫. টুপি পরলে মুসলমান চেনা যায়

ভাই! টুপির দাম ৫০ টাকা, কিন্তু এর সওয়াব কোটি টাকা। টুপি পরলে নবীজি খুশি হন, আল্লাহ খুশি হন।

আজ থেকে নিয়ত করুন: আমি সর্বদা টুপি পরব, নামাজে টুপি পরব, বাচ্চাদের টুপি পরাব, মসজিদে টুপি রাখব। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে টুপি পরার তাওফিক দিন। আমীন।

টুপি ও দাড়ি - দুটোই শিয়ার

টুপি ও দাড়ি - দুটোই ইসলামী শিয়ার, দুটোই সুন্নত, দুটোই মুসলমানের পরিচয়।

দাড়ি:

- হুকুম: ফরজ / ওয়াজিব - বুখারী ৫৮৯২ أعفوا اللحى
- পরিমাণ: এক মুষ্টি রাখা সুন্নত
- কাটা: হারাম
- শিয়ার: মুসলমানের প্রধান পরিচয়

টুপি:

- হুকুম: সুন্নতে মুয়াক্কাদা / মুস্তাহাব
- পরিমাণ: মাথা ঢাকলেই হলো
- না পরা: সুন্নত তরক, মাকরুহ
- শিয়ার: মুসলমানের পরিচয়

দাড়ি ও টুপি একসাথে মুসলমানের পূর্ণ পরিচয়। দাড়ি রাখো, টুপি পরো - পূর্ণ মুসলমান হও।

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"জান্নাত কষ্ট দ্বারা ঘেরা, জাহান্নাম প্রবৃত্তি দ্বারা ঘেরা।" - মুসলিম

টুপি নিয়ে গর্ব নয় - তাকওয়ার জন্য

টুপি পরা ভালো, তবে টুপি নিয়ে গর্ব করা, অহংকার করা, অন্যকে তুচ্ছ করা খারাপ।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" - মুসলিম ৯১

টুপি নিয়ে ৩টি ভুল:

১. টুপি পরে অহংকার করা - "আমি টুপিওয়ালা, তুমি টুপি ছাড়া"
২. টুপি ফ্যাশনের জন্য পরা - মানুষ দেখানোর জন্য
৩. টুপির আকৃতি নিয়ে গর্ব - "আমার টুপি উত্তম, তোমারটা খারাপ"

সঠিক নিয়ত:

- টুপি পরব আল্লাহর জন্য
- টুপি পরব সুন্নতের জন্য
- টুপি পরব তাকওয়ার জন্য
- টুপি পরব নবীজির মহব্বতে

টুপি তাকওয়ার জন্য, ফ্যাশনের জন্য নয়। টুপি বিনয়ের জন্য, অহংকারের জন্য নয়।

আল্লাহ আমাদের ইখলাসের সাথে টুপি পরার তাওফিক দিন।

টুপির শরয়ী মর্যাদা - পৃষ্ঠা ৪০

ভিডিওর লোককে কি করব? - হিকমত

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"তোমার রবের পথে ডাকো হিকমত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা, এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।" - নাহল ১২৫

যে ব্যক্তি টুপি নিয়ে ভ্রান্ত বক্তব্য দিয়েছে, তাকে কি করব? গালি দেব? না।

আমাদের করণীয় ৪টি:

১. দলিল দিয়ে বুঝাও: এই বইয়ের দলিলগুলো তাকে দেখাও। হাদিস দেখাও।

২. হিকমতের সাথে: গালি নয়, নরম ভাষায়, মহব্বতে বুঝাও।

৩. আলেমদের কাছে নিয়ে যাও: বড় আলেমের কাছে নিয়ে যাও, তারা বুঝাবে।

৪. দোয়া করো: আল্লাহ তাকে হেদায়েত দিন, দোয়া করো।

যদি সে জেনে-বুঝে টুপিকে তুচ্ছ করে, তাহলে সে গোমরাহ। তার থেকে দূরে থাকো, তার ভিডিও দেখো না, তাকে ফলো করো না।

যদি সে তওবা না করে: তাহলে আলেমদের ইজমা অনুযায়ী সে ফাসেক, গোমরাহ। তার পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহ, তার বক্তব্য শোনা হারাম।

আল্লাহ আমাদের হক বুঝার তাওফিক দিন।

সংক্ষেপে ১০টি দলিল এক নজরে

টুপি সুন্নত - তার ১০টি অকাট্য দলিল

১. كان يلبس قلنسوة بيضاء - সাদা টুপি পরতেন - তাবরানী ৩০৭৩ হাসান

২. يلبس القلانس في السفر - সফরে টুপি - শামায়েল ৯১

৩. يلبس قلنسوة تحت العمامة - পাগড়ির নিচে টুপি - হাকেম ৩/৫১৩ সহীহ

৪. يعتم على القلنسوة - টুপির উপর পাগড়ি - বাইহাকী

৫. قلنسوة ذات أذنين - কানওয়ালা টুপি - তাবরানী

৬. أصحابه يلبسون القلانس - সাহাবারা টুপি পরতেন - মুসান্নাফ ২৫৬৯১

৭. يمسحون على القلانس - টুপির উপর মাসাহ - বুখারী ২০৫

৮. لا يلبس القلنسوة في الإحرام - এহরামে টুপি নিষিদ্ধ - বুখারী ১৮৩৮ - এটাই টুপি পরার দলিল

৯. القلنسوة تحت العمامة سنة - টুপি পাগড়ির নিচে সুন্নত - ফতহুল বারী ১০/২৮৪

১০. يكره ترك القلنسوة - টুপি ছাড়া মাকরুহ - শামী ১/৬৪০, আলমগীরী

সিদ্ধান্ত: নবীজি ﷺ টুপি পরতেন, টুপির উপর পাগড়ি পরতেন, টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না।

টুপি সুন্নত, শিয়ারে ইসলাম, তাকওয়ার পোশাক।

টুপি নিয়ে ঠাট্টা কুফর।

এই ১০টি দলিল মুখস্থ রাখুন, ভ্রান্তদের জবাব দিন।

আরবি খুতবা ১ - টুপির গুরুত্ব নিয়ে

খতীব সাহেবদের জন্য - জুমার খুতবায় টুপি নিয়ে খুতবা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِبَاسَ التَّقْوَى خَيْرٌ، وَمِنْ لِبَاسِ التَّقْوَى الْقَلَنْسُوَةُ، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ الْبَيْضَاءَ، وَكَانَ يَلْبَسُهَا تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَبِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَلْبَسُونَ الْقَلَانِسَ، وَهِيَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْكُمْ بِالْقَلَنْسُوَةِ، فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَشِعَارُ دِينِكُمْ، وَزِينَةٌ فِي صَلَاتِكُمْ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَنَا لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِنَا وَرِيشًا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ خَيْرَ مُتَّقٍ وَخَيْرَ مُتَوَاضِعٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ سُنَّتَهُ فِي اللِّبَاسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ النَّجَاةَ، وَفِي مَحَبَّةِ السُّنَّةِ الْفَلَاحَ، وَإِيَّاكُمْ وَالِاسْتِهْزَاءَ بِالسُّنَّةِ، فَإِنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِالسُّنَّةِ كُفْرٌ، وَمَنِ اسْتَهْزَأَ بِالْقَلَنْسُوَةِ فَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَحْيُوا سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَالْبَسُوا الْقَلَانِسَ، وَعَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ لُبْسَ الْقَلَانِسِ، فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَاللَّهُ يَحْفَظُكُمْ وَيَرْعَاكُمْ.

بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.

প্রশ্নোত্তর - টুপি নিয়ে ৫টি প্রশ্ন

প্রশ্ন ১: টুপি ছাড়া পাগড়ি পরলে হবে?

উত্তর: হবে, তবে সুন্নতের খেলাফ, উত্তম নয়। সুন্নত হলো টুপির উপর পাগড়ি। টুপি ছাড়া পাগড়ি খুলে যায়, মজবুত হয় না। ফতহুল বারী ১০/২৮৪ - القلنسوة تحت العمامة سنة

প্রশ্ন ২: কোন রঙের টুপি উত্তম?

উত্তর: সাদা উত্তম - البسوا من ثيابكم البياض - আবু দাউদ ৪০৬১। তবে কালো, সবুজ, যে কোন রঙ জায়েজ।

প্রশ্ন ৩: পাঁচকল্লি টুপি কি সুন্নত?

উত্তর: হ্যাঁ, সুন্নত। যতক্ষণ টুপি বলা যায়, সুন্নত আদায় হবে। পাঁচকল্লি, গোল, ডিব্বা সব জায়েজ। আকৃতি নিয়ে ঝগড়া নয়।

প্রশ্ন ৪: টুপি ছাড়া নামাজ হবে?

উত্তর: হবে, তবে মাকরুহ। উজর ছাড়া খালি মাথায় নামাজ মাকরুহে তানযিহি - শামী ১/৬৪০। টুপি পরে নামাজ উত্তম।

প্রশ্ন ৫: টুপি নিয়ে ঠাট্টা করলে কি হবে?

উত্তর: কুফর। الاستهزاء بالسنة كفر - সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা কুফর - শামী ৬/৩৩৫। তওবা করতে হবে।

টুপির দাম - ৫০ টাকা হলেও কোটি টাকা

আজ বাজারে টুপির দাম ৫০ টাকা, ১০০ টাকা। অনেকে বলে এত কম দামের জিনিস নিয়ে এত আলোচনা কেন?

টুপির দাম ৫০ টাকা, কিন্তু...

- টুপি সুন্নত - সুন্নতের দাম কোটি টাকা
- টুপি শিয়ারে ইসলাম - শিয়ারের দাম কোটি টাকা
- টুপি তাকওয়ার পোশাক - তাকওয়ার দাম জান্নাত
- টুপি নবীজির মহব্বত - মহব্বতের দাম জান্নাত

সুতরাং টুপির দাম ৫০ টাকা নয়, কোটি টাকা।

এক সাহাবী রা. এর টুপি হারিয়ে গেলে তিনি যুদ্ধ থামিয়ে টুপি খুঁজতেন। লোকেরা বলত, টুপির জন্য যুদ্ধ থামাচ্ছেন? তিনি বলতেন, এই টুপিতে নবীজি ﷺ এর হাতের বরকত আছে, এই টুপি আমার জান্নাতের চাবি।

শিক্ষা: টুপিকে ছোট মনে করো না। টুপি ছোট হলেও তার মর্যাদা বড়। টুপি সুন্নত, সুন্নতকে ছোট মনে করা ঈমানের দুর্বলতা।

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي

"যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসল, সে আমাকে ভালোবাসল।"

টুপিকে ভালোবাসো, নবীজিকে ভালোবাসো, জান্নাত পাবে।

টুপি নিয়ে ছোট গল্প - বরকতের টুপি

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর একটি টুপি ছিল, যা তিনি খুব ভালোবাসতেন। এক যুদ্ধে টুপি হারিয়ে গেলে তিনি সৈন্যদের বললেন, টুপি খুঁজে আনো, যুদ্ধ পরে।

ঘটনা:

সাহাবারা বললেন, হে খালিদ! একটি টুপির জন্য যুদ্ধ থামাচ্ছেন? হযরত খালিদ রা. বললেন, এই টুপিতে রাসূল ﷺ এর চুল মোবারক আছে। আমি যখন এই টুপি পরে যুদ্ধ করি, আল্লাহ আমাকে বিজয় দেন। এই টুপি আমার বরকত, আমার বিজয়ের কারণ।

মুস্তাদরাক হাকেম ৩/২৯৯, তারিখে দিমাশক

দেখুন, সাহাবারা টুপিকে কত ভালোবাসতেন। টুপিতে নবীজির চুল থাকলে বরকত মনে করতেন। আজ আমাদের টুপিতে নবীজির সুন্নতের বরকত আছে।

আরেক ঘটনা:

হযরত আনাস রা. এর টুপিতে নবীজি ﷺ এর চুল ছিল। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর এই চুল আমার জিহ্বার নিচে দিও, যাতে কবরে বরকত হয়।

টুপি বরকতের জিনিস। টুপি পরো, বরকত নাও।

আমাদের করণীয় - ৪টি কাজ

এই বই পড়ার পর আমাদের ৪টি কাজ -

১. নিজে টুপি পরব:
সর্বদা টুপি পরব, ঘরে-বাইরে, নামাজে, বাজারে। টুপি ছাড়া খালি মাথায় থাকব না। টুপি সুন্নত, টুপি শিয়ার।

নিয়ত: আজ থেকে সর্বদা টুপি পরব ইনশাআল্লাহ

২. বাচ্চাকে টুপি পরাব:
ছোট থেকেই বাচ্চাদের টুপি পরানো শিখাব। বাচ্চা টুপি পরলে ফেরেশতারা দোয়া করে। বাচ্চা টুপি পরলে মুসলমান চেনা যায়।

হাদিস: مروا أولادكم بالصلاة - বাচ্চাদের নামাজ শিখাও, টুপি পরাও

৩. মসজিদে টুপি রাখব:
প্রত্যেক মসজিদে অতিরিক্ত টুপি রাখব, যাতে যাদের টুপি নেই তারা পরতে পারে। এটি সদকায়ে জারিয়া।

একটি টুপি দান করলে যতজন পরবে তত সওয়াব

৪. টুপির দাওয়াত দেব:
মানুষকে টুপির দাওয়াত দেব, টুপির ফজিলত বলব, ভ্রান্তদের খণ্ডন করব। এই বইটি অন্যকে পড়তে দেব, শেয়ার করব।

আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দিন। আমীন।

ওসিয়ত - শেষ কথা

প্রিয় পাঠক! এই ছোট্ট কিতাবটি আমি লিখেছি টুপির মহব্বতে, সুন্নতের মহব্বতে। কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, হক বোঝানোর জন্য।

আমার ওসিয়ত:

১. টুপিকে ভালোবাসুন, টুপি পরুন

২. টুপিওয়ালাকে সম্মান করুন

৩. টুপি নিয়ে ঝগড়া করবেন না, আকৃতি নিয়ে বাড়াবাড়ি নয়

৪. বাচ্চাদের টুপি পরান, মসজিদে টুপি রাখুন

৫. ভ্রান্তদের বয়কট করুন, তাদের ভিডিও দেখবেন না

৬. এই বইটি প্রচার করুন, সদকায়ে জারিয়া হবে

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

"হে আল্লাহ! হককে হক হিসেবে দেখাও এবং তার অনুসরণ করার তাওফিক দাও, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দাও।"

যদি এই বইয়ে কোন ভুল থাকে, তা আমার পক্ষ থেকে, আর সঠিক যা আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। ভুল হলে জানাবেন, সংশোধন করব ইনশাআল্লাহ।

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

মুফতী বেলাল হোসাইন আসলামী

খলিফা, পীর সাহেব ঢালকানগর

১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হি.